দৈনিক ইনকিলাব

11 SEP 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

065

[redacted] একটি প্রতিবাদ [redacted]

গত ১৩ই ভাদ্র 'দৈনিক ইনকিলাব'-এর শিক্ষা ও বিজ্ঞান কলামে জনৈকা মোসাম্মৎ নাসরিন আকতার ইংরেজীর প্রতি অবহেলা একটি আত্মঘাতী পরিকল্পনায় অহেতুকভাবে আমাকে টেনে এনেছেন দেখে কৌতুকের সাথে তাজ্জব হলাম। ৮/৯ মাস আগে দৈনিক ইনকিলাবে 'ইংরেজী ভাষা নিয়ে কথা: একটি প্রতিবাদ' নামে আমার একটি প্রতিবাদপত্র ছাপা হয়েছিলো। জনাবা নাসরিন আকতার আমার সে লেখাটির মর্মোদ্ধার করতে অপারগ হয়ে তার যে কদর্থ করেছেন তা দেখে মনে বড় আঘাত পেলাম। আমার সে লেখাটি ছিল জনৈক জনাব জামাল আরশাদ-এর একটি লেখার প্রতিবাদ। আমার সে লেখার মূল সুরকে বাদ দিয়ে নাসরিন আকতার তার মনোমত সুর সংযোজন করে যে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করলেন তার জন্য হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাচ্ছি না।

ইনকিলাবের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার গোচরে সমস্ত ব্যাপারটাই আমি সবিস্তারে বয়ান করতে চাই।

জামাল আরশাদ বলেছিলেন, বিএ পাস কোর্স থেকে এক শত নাম্বারের বাধ্যতামূলক ইংরেজী তুলে দেয়ায় দেশে আর ইংরেজী জানা লোক পাওয়া যাবে না/এমন কি ইংরেজী না জানার জন্য ঔষধের ব্যবসাও করা যাবে না ইত্যাদি।

আমি সে লেখার প্রতিবাদ করে বলি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিএ পাস কোর্স থেকে বাধ্যতামূলক ইংরেজী তুলে প্রশংসনীয় কাজই করেছেন। কেননা বিএসসি, বিকম বা অনার্স ক্লাসে বাধ্যতামূলক একশ' নাম্বারের ইংরেজী পড়তে হয় না। তাই বলে সে সব কোর্সের ছাত্ররা কি কম ইংরেজী জানে? আমি বলেছিলাম, এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি ক্লাস পর্যন্ত ইংরেজী বাধ্যতামূলক হলেই যথেষ্ট। পরে যার ইংরেজী পড়ার ইচ্ছা, বিএ পাস কোর্সে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরেজী পড়তে পারে— বিশ্ববিদ্যালয় সে ব্যবস্থা করেও রেখেছেন। আমি আরও বলেছিলাম, যে সব ছাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ইংরেজী পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারী পাস করে বেরিয়ে আসে, কৈ, তারা কি কম ইংরেজী জানে?

আমি আরো বলেছিলাম, ঔষধের ব্যবসায় করার জন্য বি,এ পাস কোর্সে আবশ্যিক ইংরেজী পড়ার একান্ত প্রয়োজন মোটেই নেই। বিকম, এমকম বা বিএসসি, এমএসসি পাস করেও তো ঔষধের ব্যবসায় করা যায়।

আরশাদ সাহেব বলেছিলেন, 'উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক সব ইংরেজীতে— অনুবাদের মারফত এগিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমি তার জবাবে বলেছিলাম, চীন, জাপান, জার্মান বা রাশিয়ার মত আধুনিক সভ্য দেশে নিম্ন বা উচ্চ কোন শিক্ষাই ইংরেজী ভাষায় নয়—যার যার মাতৃভাষায়ই সব শিক্ষা দেয়া হয়। প্রয়োজন মতো তারা সব নিজেদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছে। তারা যদি পারে, আমরা বাঙালীরা পারবো না কেন?

আমার একথার পরিপ্রেক্ষিতেই জনাবা নাসরিন আকতারের কারো সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে সে লোক সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে-শুনে, খোঁজ-খবর নিয়ে কিছু বলা উচিত ছিল।

জ্ঞানী মুর্খ মোটেই জানেন না যে, মিন্নাত আলী ধনী তো ননই দুর্ভাগ্যক্রমে ধনীক শ্রেণীরও নন—মিন্নাত আলী একজন সাধারণ মানুষ, গত তিরিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করে চলেছেন।

সেই হতভাগ্য মিন্নাত আলী সম্পর্কে জনাবা নাসরিন আকতার কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদের মতো, হঠাৎ, বলে

মিন্নাত আলী

★উঠলেন—'তারা বোধ হয় মনে করেন, দেশটার আসল মালিক ঐ ৫% মিন্নাত আলী ও ইফ্‌ফাত আরাদের মত ভাগ্যবানগণ।'

পাগল আর কাকে বলে? কথা ছিল, বিএ পাস কোর্সে বাধ্যতামূলক ইংরেজী নিয়ে, আর নাসরিন আকতার এসব কি আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছেন? পাগল এখানেই থামেননি। শুনুন তিনি কি অমর বাণী বর্ষণ করছেন— '১৯৫২ ও ১৯৭১-এ আপামর জনসাধারণ তাদের বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করল কি তাদেরই স্বার্থে।'

পাঠক, আপনারাই বিবেচনা করুন—১৯৫২ ও ১৯৭১-এ এদেশের মানুষ বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছিল কি মাতৃভাষা বাংলার বদলে ইংরেজী ভাষাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য?

পাগলে কী বলে শুনুন—'আমার দেশের ইফ্‌ফাত আরা, মিন্নাত আলীগণ শুধুমাত্র বাংলা বাংলা করে দেশকে উদ্ধার করার মহাপরিকল্পনায় ব্যস্ত। বাংলার প্রতি এত দরদ সত্ত্বেও তারা বাংলা ভাষাকে কি দিয়েছেন?'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমরা কতটুকু, কি দিতে পেরেছি সে স্বতন্ত্র কথা। দেশকে উদ্ধার করার জন্য আমরা 'শুধুমাত্র বাংলা বাংলা' করছি এমন আজগুবী, মিথ্যা রটনা করতে এতটুক দ্বিধাবোধ করলেন না ভদ্র মহিলা?

আমি বরাবরের মতো এখনো আবার বলছি, বিএ পাস কোর্সে আবশ্যিক ইংরেজী দরকার নেই—ঐচ্ছিক ইংরেজী থাকুক। আর যদি মনে করা হয় যে, বিএ পাস কোর্সে আবশ্যিক ইংরেজী না রাখলে দেশের নাসরিন আকতারের মত ভাগ্যবতী মায়ের সন্তানেরা ইংরেজী শিখতে পারবে না বা বাঙালীরা ওষুধের ব্যবসায় করতে অসুবিধায় পড়বে তাহলে আমার বিকল্প প্রস্তাব হলো— 'বিএ পাস কোর্সের মত বিকম, বিএসসি এবং অনার্স কোর্সেও ইংরেজীকে আবশ্যিক করা হোক।'

জনাবা নাসরিন আকতার তাঁর নিবন্ধে ক'টি পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন সেদিকে পাঠকদের শিক্ষিত দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বাংলা অনুবাদ পড়তে নারাজ—কেননা, অনুবাদে না-কি রস থাকে না—অনুবাদক সবটুকু রস পান করে ফেলেন। চর্বিত চর্বণে তার অরুচি। বেশ ভাল কথা—তিনি সব ইংরেজীতেই পড়ুন। কিন্তু বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার কি শুধু ইংরেজীতেই ভরা? ফরাসী, জার্মান, বা রুশীয় ভাষায় কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকাদি নেই? সে সমস্ত বিদেশী ভাষার বই পড়বো তাহলে কীভাবে?